**আমার বাবা**

- **ববিতা মিত্র (Babita Mitra), জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ (Eldest Daughter-in-law)**

বছরটা ১৯৯০, বিয়ের প্রস্তাব আসে বেলুড়ের মিত্র বাড়ি থেকে আমাদের শিবপুরের সিনহা বাড়িতে। কর্মসূত্রে কে.বি. মিত্র এবং অনিল কৃষ্ণ সিনহা এক ই অফিসের কর্মী। প্রস্তাবের সাথে সাথেই আমার গুরুজনেরা বুঝতে পারে বিয়ে ধর্মীয় মতে হবে না, আইনি পথে হবে। বাড়ির সবাই অনিচ্ছুক ছিল বিয়েতে ।কিন্তু আমার মা জেদ ধরে, অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই পথ মেনে নেয়, হয়ে যায় বিয়ে।

নতুন জায়গা, নতুন আবহ, নতুন মানুষ যাদের সঙ্গে আমায় থাকতে হবে, সেখানে সম্পূর্ণ দুটি আলাদা কালচারের হঠাৎ সংগম । স্বাভাবিক কারণেই অল্প সময়ে মিশেল হয় না। ভিন্ন কৃষ্টির নতুন চলা নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ঘটতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই সন্তান নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। ছেলের হাঁপানি থাকায় আমি ভয়ে জড়োসড়ো থাকতাম। আমার শ্বশুর মশায় অসমসাহসী মানুষ তিনি অনায়াসে আমাকে লুকিয়ে আইসক্রিম খাওয়াতো। দেখতে দেখতে শ্বশুরমশাইয়ের ভাবনাচিন্তার নির্যাস নিয়ে ছেলে বড় হয়ে গেল। আমি সারা জীবন ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমার ছেলেকে মানুষের মত মানুষ তৈরি করার কারনে। নিরন্তর দ্বন্দ্বের পথ হাঁটতে হাঁটতে গৃহস্থালির যে গান বেজে চলেছিল তার রেশ ধরে কখন নিজের অজান্তেই উনি আমার বাবা হয়ে গেলেন। আর আমি পেলাম মেয়ের সম্মান। রক্তের সম্পর্ক না থেকেও পরমাত্মীয় হওয়া যায় এ তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মনে আছে শেষের দিনটার কথা যখন উনি ঘরে এলেন,সন্ধ্যা বেলায় প্রানখুলে সবার সঙ্গে অনেক গল্প করলেন,তারপর হঠাত ই চলে গেলেন। ডাক্তার মৃত শনাক্তকরণের পরেও আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে বাবা মারা গেছে। আমি বারবার বলতে থাকি আরেকটু পরে নিয়ে যাও এত তাড়াতাড়ি বাবাকে নিয়ে যেও না। মনের কোণে কোথাও লুকিয়ে ছিল অলিক প্রত্যাশা - বাবা মারা যায়নি। একদিন ভোর সকালে আমার স্বামী, কৃশানু, স্বপ্ন ভেঙে ঘুম থেকে জেগে উঠে আমায় বলে, ‘এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, বাবা শব আসন থেকে উঠে বলছেন - বুবাই যখন বারণ করছে তাহলে আমাকে একটু পরেই নিয়ে যাস।’ এখনো প্রতিক্ষণে তুমি আমাদের সঙ্গে আছো তোমার কর্ম নিয়ে, তোমার ভালোবাসা নিয়ে। এই বাড়ি ,বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ ,ইট কাঠ পাথর আসবাবপত্র সবই তোমার ।তুমি

চলে যেতে পারো না।

তোমার বুবাই